কোটচাঁদপুরে আলমসাধু চালকের রহস্যজনক মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর-জীবননগর মহাসড়কে নাসির উদ্দীন (৬০) নামে এক আলমসাধু চালকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে উপজেলার বারোমাসা নামক স্থানে সড়কে তার মুত্যু হয়। মৃত নাসির উদ্দীন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামড়হুদা উপজেলার বদনপুর গ্রামের মৃত আক্কাস পন্ডিতের ছেলে।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুল আলম জানান, সকালে আলমসাধু চালক নাসির উদ্দীন কোটচাঁদপুর শহর থেকে মুদি মাল নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে বারোমাসা নামক স্থানে সড়কের পাশে তাকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে নেয়। এসময় কর্তব্যরত চিকিৎসক মিঠুন কুমার দে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার আব্দুর রাজ্জাক জানান, স্থানীয়দের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। তবে ঘটনাস্থলে সড়ক দূর্ঘটনার কোন নমুনা পাওয়া যায়নি। তার ব্যবহিৃত মাল বোঝায় আলম সাধু অক্ষত অবস্থায় ছিল। পুলিশ জানায় কি কারনে তার মৃত্যু হয়েছে ময়না তদন্তের পর জানা যাবে।

মেহেরপুরের খোকসা গ্রামে ডাকাতির ঘটনায় ৩ জনের জেল

মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকায় ওমর আলী, মজির আলী ও মহরম নামে তিন ব্যক্তিকে ৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক মোঃ কেরামত আলী এ রায় দেন।

সাজাপ্রাপ্ত ওমর আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের তোয়াজ আলীর ছেলে, মুজির আলী শ্যামপুর ভবানী পাড়া গ্রামের রমজান আলীর ছেলে মহরম পার্শ্ববর্তী উত্তর শালিকা গ্রামের আমির আলীর ছেলে। মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১০ সালের ২১ মে রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামের গফুর শেখের ছেলে রকিবুজ্জামান বাবুর বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতি সংঘটিত হয়।ওই রাতে ১০-১২ অস্ত্রধারী মুখোশ পরিহিত একদল ডাকাত বাবুর বাড়িতে প্রবেশ করে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নগদ ৮০ হাজার টাকা, স্বর্ণের অলংকার ও মোবাইল সহ বিভিন্ন মালামাল ডাকাতি করে নিয়ে যায়।

ডাকাতরা নিরাপদে চলে যাবার জন্য সেখানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরাপদে এলাকা ত্যাগ করে। এ ঘটনার পরদিন রকিবুজ্জামান বাবু বাদী হয়ে বাঃ দঃ এবং ৩৯৫/৩৯৭ ধারাই এবং বিস্ফোরক উৎপাদনাবলি আইনের ৩/৪ ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।যার মামলা নং ১৮। সেশন ১৮/১১। জি আর কেস নং ২৪৫/১০।
পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে ওমর আলী, মজিদ আলী ও মহরম সহ মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ১২ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন, এতে ওমর আলী, মজির আলি মহরম দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাদের প্রত্যেককে ৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড,১০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে এ পি পি মিনা পাল এবং আসামিপক্ষে অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম কৌশলী ছিলেন।

মেহেরপুরে ১শ বোতল ফেন্সিডিলসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ১শ বোতল ফেন্সিডিলসহ ২ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। বুধবার বিকালে গাংনী উপজেলার কালিতলা কল্যানপুর গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান বাজার পাড়ার বাবুল হোসেনের ছেলে ইমরান আলী ওরফে বিদ্যুৎ(২৫), একই গ্রামের মসজিদ পাড়ার মৃত শফিরুল ইসলামের ছেলে আসাদুল(২৭) ও বাউট গ্রামের কাবরান আলী ওরফে মেকারের ছেলে হাসিবুর রহমান ওরফে হাসিব।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ১শ বোতল ফেন্সিডিল ও দুইটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গাংনী উপজেলার কালিতলা গ্রাম থেকে ১শ বোতল ফেন্সিডিলসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা প্রক্রিয়াধীন।

মেপ্র/এমএফআর

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কুমারখালীর গন্নাথপুর ইউনিয়নের দরামপুর গ্ৰামের আহম্মদ ডাক্তার এর ছেলে তৃষাণ (৭) নামে একটি ছেলে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে বন্ধুদের সাথে নিয়ে দয়ারামপুর শ্মশানের পাশে মাছ ধরতে যায় তৃষাণ। হঠাৎ নদীর পানিতে পড়ে যায়।

এই সময় তার সাথে থাকা বন্ধুদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে প্রায় ১ ঘন্টা খোঁজাখুঁজি করে তৃষাণ কে উদ্ধার করে কুমারখালী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তৃষাণ কে মৃত্যু বলে ঘোষণা করেন।

এই সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাংনীর কাজিপুরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে হামজা (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার দুপুর ১২ টায় উপজেলার কাজিপুর গ্রামের বাদল মন্ডলের পুকুরে ডুবে তার মৃত্যু হয়। হামজা কাজিপুর মোল্লাপাড়ার বিপ্লব হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, বাড়ির পাশে একটি পুকুরপাড়ে খেলা খেলছিলো । এসময় হামজা অসাবধনতা বসত পুকুরে পড়ে যায়। কিছুক্ষন পর পরিবারের সদস্যরা হামজাকে না পেয়ে বিভিন্ন স্থানে খোঁজ খবর নেয় কোথাও না পেয়ে পুকুরপাড় এলাকায় খুঁজতে গিয়ে লাশ ভাষতে দেখে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করে। জীবিত ভেবে স্থানীয় এক পল্লী চিকিৎসকের কাছে নিলে সে জানায় তার কাছে নেওয়ার পূর্বেই হামজার মৃত্যু হয়েছে।

নেত্রকোনার গুমাই নদীতে নৌকাডুবি, ৯ লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনার কমলাকান্দা উপজেলার গুমাই নদীতে বালুভর্তি নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষে যাত্রীবোঝাই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হলেও এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ২৬ জন।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাজনগর এলাকায় গুমাই নদীতে এ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

বোড়কাপন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একেএম হাদিছুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ৩৫ যাত্রী নিয়ে নৌকাটি ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যনগর থেকে নেত্রকোনার কাকড়গোনা এলাকায় যাচ্ছিল।

বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাজনগর এলাকায় গুমাই নদীতে বালুবাহী নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলে যাত্রীবোঝাই নৌকাটি ডুবে যায়। ঘটনার পরই স্থানীয়রা ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ২৬ জন।

নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক কাজী আবদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঘটনার পরই স্থানীয়রা ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অনেকেই। জেলা ফায়ার সাভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেয়া হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

আমঝুপিতে বিষপানে যুবকের আত্মহত্যা !

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মধ্যপাড়ায় সোহান (৩৮) নামের এক যুবক বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। তবে তার আত্মহত্যা নিয়ে এলাকা গুঞ্জন রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সোহান নেশায় আসক্ত ছিল। বহু লোকের কাছে থেকে টাকা ঋণ নিয়ে চলাফেরা করতো। যে কারণে ঋণের বোঝা ও নেশা গ্রস্থতার কারণে পরিবারে ভাইদের সাথে অশান্তি লেগে থাকতো। মাঝে মাঝে ঘুমের ওষুধ খেয়ে মাতলামি করে বেড়াত। সোমবার এ নিয়ে ভাইদের সাথে ঝগড়া হয়। ওই দিনই এক পর্যায়ে সে বিষপান করে। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তার বাঁচার নিশ্চয়তা নেই বলে চিকিৎসক বাড়িতে পাঠালে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে এ ঘটনায় যাতে মামলা বা ময়নাতদন্ত না হয় সেকারণে থানায়

পারিবারিক ভাবে মিমাংসা করা হয়।

সোহানের বড় ভাই ফয়জুল কবির জানান, ভাইদের সাথে বিরোধ বা মারধরের ঘটনা ঠিক নয়। সে নেশাগ্রস্থ ও ঋণি ছিল। যে কারণে আত্মহত্যা করে। আমরা পারিবারিক ভাবে মিমাংসার চেষ্টা করছি।

আমঝুপিতে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ফিরোজ আলীর ইন্তেকাল

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মো: ফিরোজ আলী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইলাহি রাজিউন)।

গত সোমবার সন্ধ্যার দিকে হৃদ রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক ছেলে সহ অসংখ্য শুভাকাঙ্কী ও গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।
পারিবারিক ভাবে জানা গেছে, বুধবার বাদ আসর জানাজা শেষে গন্ধরাজপুর কবর স্থানে দাফন করা হবে ।

মেহেরপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত দু’জনের মৃত্যু

মেহেরপুর ও গাংনীতে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে রাজশাহী ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের শালদহ গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে বকুল হোসেন ও সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মধ্যপাড়ার সৌদি প্রবাসী মফিজুল ইসলামের ছেলে স্কুল ছাত্র তানভীর হোসেন।

জানা গেছে, গত সোমবার দুপুরে মোটরসাইকেল যোগে ভালাইপুর যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে পড়ে গুরুতর আহত হয় তানভীর। তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়। তানভির মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল। নিহত তানভীরের বাবা-মা দু’জনই সৌদি প্রবাসী তারা দেশে ফিরলেই তানভীরের দাফন সম্পন্ন করা হবে বলে পারিবারিকভাবে জানানো হয়েছে।

অপরদিকে, শারীরিক অসুস্থ জনিত কারনে বকুল হোসেন গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে টাকা না থাকায় ফ্লেক্সি লোড দিতে হাসপাতাল চত্তরের বাইরে যায়। ফ্লেক্সি লোড দিয়ে হাসপাতালে আসার পথে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় গুরুত্বর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে তাকে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেয়া হলে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসাতালে রেফার্ড করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।

মাহবুবুল আলম হানিফ হতে যাচ্ছেন সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য

!

শোকের মাসে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বড় ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেন না। স্বাভাবিকভাবে রুটিন কার্যক্রমগুলো চলে এবং সরকারের পক্ষ থেকেও বড় ধরণের কোন কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়না। শোকের মাস শেষে চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশকিছু বড় ধরণের পদক্ষেপ নেবেন বলে সরকারের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র ইঙ্গিত করেছে এবং সেখানে সরকারে একটি বড় ধরণের পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে বলেও আভাস পাওয়া গেছে।